দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২০।৫।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ... ৫ কলাম 4 ...

বোর্ডের বই ভুলে ভরা

।। রেজোয়ান সিদ্দিকী ।।

অর্থহীন, অর অসম্পূর্ণ বক্তব্য, উদ্ভট প্রশ্ন আর ততোধিক খাপছাড়া জবাব, বানানে অসংগতি, অনিয়ম—এই নিয়ে বাংলাদেশ টেকস্ট বুক বোর্ডের বই। বোর্ডের এক শ ১১টি বইয়ের যে-কোনোটি খুললেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

বোর্ডের পঞ্চম শ্রেণীর জন্য পাঠ্য গণিত বই থেকে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যায় :

প্রশ্ন : 'তোমাদের বাড়িতে একটি গাভী আছে। গাভীটি দৈনিক ৩ কেজি পরিমাণ দুধ দেয়। তোমাদের বাড়ির লোকসংখ্যা ৬ জন। যদি তোমাদের বাড়িতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১২ জন হয় এবং গাভীটি দৈনিক ৩ কেজির বেশী দুধ না দেয়, তবে দৈনিক কি পরিমাণ দুধ কম পড়বে ?'

উত্তর : 'এক পোয়া।'।

প্রশ্ন : 'কোনো এলাকায় প্রতিদিন ৪৭ কেজি চালের প্রয়োজন। ঐ এলাকায় এক বৎসরে কত কেজি

(৫-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বোর্ডের বই ভুলে ভরা

(১ম পৃঃ পর)

চালের প্রয়োজন হবে ?' উত্তর : '১৭১৫৫ মন।"

প্রশ্ন : '২০৯ কিলোমিটারে কত মিটার ?" উত্তর : '৩৬৭৮৪০ গজ'।

গাভী প্রতিদিন তিন কেজি দুধ দেয়। বাড়ির লোকসংখ্যা বেড়ে ৬ জন থেকে ১২ জন হলে দৈনিক এক পোয়া দুধ কোথায় কীভাবে কম পড়ে, তার সমাধান কেউ দিতে পারেননি। তেমনিভাবে ২০৯ কিলোমিটারে কত মিটার, এই প্রশ্নের জবাব কি করে তিন লক্ষ ৭৬ হাজার ৪০ গজ হয় সে সমাধানও দিতে ব্যর্থ হয়েছেন স্কুল শিক্ষকরা। ৪৭ কেজি চাল দৈনিক লাগলে বছরে কত কেজি চাল লাগবে, এই প্রশ্নের জবাবে কেন মন লেখা হল, সে কথা কেউ বলতে পারে না। তাছাড়া তরল পদার্থের মাপ যে লিটারে না হয়ে কেজিতে হয়, তাও এই প্রথম জানা গেল বোর্ডের বই পড়েই। আবার মেট্রিক পদ্ধতির প্রশ্নের জবাব কীভাবে মন-সের ছটাকে হল, তাও রহস্যজনক।

শুধু এই-ই নয়, টেকস্ট বুক বোর্ড প্রকাশিত যে কোনো বই উল্টালেই এ ধরনের জগাখিচুড়ির নজির চোখে পড়বে।'

যেমন পঞ্চম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের ৪০-৪১ পৃষ্ঠায় আছে : 'মূলের সাহায্যে মাটি হতে উদ্ভিদ ফসফরাস, পটাশ ও নাইট্রোজেন জাতীয় পদার্থ পানির সঙ্গে শোষণ করে। বায়ু থেকে নেয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড। উদ্ভিদের সবুজ পাতা যার মধ্যে ক্লোরোফিল থাকে তা পানি ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড দ্বারা আলোর উপস্থিতিতে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে। এই প্রক্রিয়াকে আলোক সংশ্লেষণ বলে।....শ্বসন প্রক্রিয়ায় বায়ু হতে উদ্ভিদ অক্সিজেন গ্রহণ করে।"

এই অংশ থেকে কিছুতেই বোঝা যায় না যে উদ্ভিদ সালোক সংশ্লেষণ (আলোকের সহযোগে সংশ্লেষণ=সালোক - সংশ্লেষণ, যাকে লেখকরা আলোক সংশ্লেষণ বলে অভিহিত করেছেন) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেন ত্যাগ করে কিনা কিংবা উদ্ভিদ কখন প্রধানত অক্সিজেন ও কখন কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে, বইয়ে সে সম্পর্কেও কোনো কিছু উল্লেখ নেই। কয়েকজন বিশেষজ্ঞ এই প্রতিনিধিকে বলেছেন, উদ্ধৃত অংশটি হয়ত কোনো ইংরেজী নিবন্ধের দুর্বলতম অনুবাদ।

এই ভুল-ভ্রান্তির ফলে বোর্ডের বই নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকরা নিয়তই হিমশিম খাচ্ছেন। শিক্ষক-অভিভাবকরা কোনোমতে গোজামিল দিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষার বাস্তবিক অগ্রগতি মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

কিন্তু এই বইগুলো রচনা ও সম্পাদনার কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বড় বড় কর্মকর্তাও জড়িত আছেন।

পঞ্চম শ্রেণীর ১৪৭ পৃষ্ঠার গণিত বইটি রচনা করেছেন কে এ কাশেম, ডঃ কামরুন্নেছা বেগম ও এম এ মোতলেব আর বইটি সম্পাদনা করেছেন ডঃ মোঃ রমজান আলী সরদার, ডঃ মুনিবর রহমান চৌধুরী, এম শাহাবুদ্দীন ও এ এফ এম আবদুল হালিম।

সত্তর পৃষ্ঠার বিজ্ঞান বইটি রচনা করেছেন ডঃ এ কে এম ওবায়েদউল্লাহ, মুহম্মদ জাফর আলী, ডঃ আয়েশা খাতুন, এম রেজাউল করিম ও ফজলুল কবীর। এর সম্পাদনা করেছেন ডঃ আমিনুল ইসলাম, ডঃ এ কে এম রফিকউল্লাহ, ডঃ এ কে এম নূরুল ইসলাম ও ডঃ খান মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম।

বোর্ডের বইগুলির রচনা ও সম্পাদনার এই ত্রুটি ও খামখেয়ালিপনা সম্পর্কে বাংলাদেশ স্কুল টেকস্ট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ মোহাম্মদ সিরাজউদ্দীনকে প্রশ্ন করা হলে তিনি স্বীকার করেন যে বোর্ডের কোনো কোনো বইয়ের লেখক-সম্পাদকরা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেননি।

অথচ এই মানের বইয়ের লেখকদের এককালীন প্রায় কুড়ি হাজার টাকা এবং সম্পাদকদের এককালীন প্রায় ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা সম্মানী দেয়া হয়েছে।

বোর্ডের বইয়ের লেখক-সম্পাদক নির্বাচনের কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই। বোর্ড কর্তৃপক্ষ লেখক ও সম্পাদকদের একটি প্যানেল তৈরি করেন এবং সেই প্যানেল অনুসারেই তাদের দিয়ে বই লেখানো বা সম্পাদনা করা হয়। তবে বোর্ড কর্তৃপক্ষের প্যানেলই সব সময় ঠিক থাকে, তা নয়। অন্য একটি সূত্রে জানা গেছে, অনেক সময় নানান লবির চাপে 'ব্যালেন্স করার' জন্য লেখক সম্পাদকদের তালিকা পরিবর্তিত বা দীর্ঘায়িত হয়।

বোর্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষে রয়েছেন চেয়ারম্যান, ডিপিআই ও ভিটিই।

চেয়ারম্যান ডঃ সিরাজউদ্দীন বলেন, বোর্ডের বইয়ের ভুল ধরিয়ে দিলে তারা আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধনের চেষ্টা করেন।

স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের জন্য টিটি প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ টেবিল টেনিস ফেডারেশনের উদ্যোগে শীগগিরই স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীদের টেবিল টেনিস প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে। প্রশিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে এ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ছেলেমেয়েদের ১৯শে মে-র মধ্যে প্রতিদিন বিকাল সাড়ে ৫টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার মধ্যে ঢাকা স্টেডিয়ামের দোতলায় অবস্থিত টেবিল টেনিস ফেডারেশনের অফিসে নাম জমা দিতে বলা হয়েছে।